বর্তমান সরকারের দুই বছরের (জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত) অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ **নির্বাচন কমিশন কমিশন সচিবালয়**

ক্রমিক নং	প্রতিবেদন				মন্তব্য
	রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	অর্জিত সাফল্য	সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)	সীমাবদ্ধতা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও সর্বশেষ পরিস্থিতি	
১.	আইন প্রণয়নঃ প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	(১) Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 জারীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আইনকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। (২) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ পাশের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন-কে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতায়ন এবং শক্তিশালী করা হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০ এবং নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ চূড়ামতভাবে প্রণীত হয়েছে। (৩) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ পাশের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন-কে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।	-	-	-
২.	নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান।	(১) দীর্ঘ ১৮ (আঠার) বছর পর তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করা হয়। (২) নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ০৮ (আট)টি শূন্য আসনে (২১ রংপুর-৩, ২৪ রংপুর-৬, কুড়িগ্রাম-২, ৪১ বগুড়া-৬, ৪২ বগুড়া-৭, ৯৫ বাগেরহাট-১ ও ১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৬, ভোলা-৩) সাফল্যের সাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৩) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে যা দেশে এবং বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।	-	-	-
৩.	স্থানীয় নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা প্রণয়ন।	গত ১ বছর ৮ মাসে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধীনে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এবং সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর অধীনে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন	-	স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের জটিলতার কারণে কিছু স্থানীয় সরকার নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। আইনগুলো সংশোধনের	-

		পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এবং ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধীনে পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধীনে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবে।		উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	
৪.	নির্বাচন অনুষ্ঠানে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার।	(১) নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন সাফল্যের সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একটি ওয়ার্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। (২) 'ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বাক্স' প্রকল্পের আওতায় এ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ২৫,০০০ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং ৮,০০,০০০ সীল সংগ্রহ করা হয়েছে। (৩) ''ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানে সহায়তা প্রদান'' প্রকল্পের আওতায় এ সময়ে ৪৬.৮৯ লক্ষ নতুন ভোটারকে ছবিসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভোটার তালিকা আপগ্রেড এবং ডাটাবেইজে তাদের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের জাতীয় পরিচয় পত্র দেয়া হয়েছে। (৪) মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের সাথে ইন্ট্রানেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। (৫) সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে।	-	-	-
৫.	সার্ভার স্টেশনঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমুহের মধ্যে ''কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা এন্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস্ ডাটাবেইজ'' প্রকল্পের আওতায় বিগত ১ বছর ৮ মাসের	-	''কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা এন্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস্ ডাটাবেইজ'' প্রকল্পের আওতাধীন নির্মিতব্য ৯ টি রিজিওনাল ও ৫৪ টি জেলা সার্ভার স্টেশন ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তর/	জেলা ও রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন ভবন নির্মাণের নিমিত্ত জমিঅধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত/হস্তান্তর/ কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/ মন্ত্রণালয়ের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষে তাদের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।	-

	মধ্যে মোট ৩৯৬ টির মধ্যে ৩৮৩ টি উপজেলা সার্ভার স্টেশন ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৯০ টির নির্মাণ কাজ শেষের পথে এবং ২৯৩ টি নির্মাণাধীন আছে ।		বন্দোবস্ত কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা নির্মাণ কাজ ব্যাহত করেছে।		
৬.	নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ।	দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষে নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠমোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে বাস্তবতার আলোকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ আলোকে ১ম শ্রেণীর ৭৮০টি, ২য় শ্রেণীর ৪৬টি, ৩য় শ্রেণীর ৯৮৬টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৯৩২টি নতুন পদ সৃষ্টির কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, নির্বাচন কমিশনের কাজের গতিশীলতা আনয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ৯টি পদ এবং জেলা পর্যায়ের ১৯টি পদকে উন্নীত করণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	-	-	-
৭.	নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ।	ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্বাচন (ইআরসি) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁ-এ ২.৩৬ একর জমি বরাদ্দসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন-এর জন্য ১১তলা বিশিষ্ট ও ১২তলা বিশিষ্ট নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ভবন নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	-	-	-
৮.	উন্নত মানের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও NID কে শক্তিশালীকরণ।	'আইডেন্টিফিকেশন ফর এনহান্সড এক্সেস টু সার্ভিস' (IDEA) প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ বছরের উর্দ্ধে বয়সের নাগরিকদের যাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত কাগজের তৈরী জাতীয় পরিচয়পত্রের পরিবর্তে ভোটারদের অত্যাধুনিক সুরক্ষা সম্বলিত পলি কার্বনেটের তৈরী দীর্ঘ স্থায়ী জাতীয় পরিচয়পত্র সরবরাহ করা ও National Identity Registration Department-কে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।	-	-	-

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
ভারপ্রাপ্ত সচিব